Which Mazhab should a muslim follow?

প্রশ্ন : সকল মুসলমান যখন একই আল্লাহর কিতাব 'আল কুরআন মেনে চলে, তাহলে তাদের মধ্যে এত উপদেশ কেন? তাদের চিন্তা-চেতনায় এতো পার্থক্য কেন?

উত্তর : ১. মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত

এটা সত্য যে আজকের মুসলমানরা অনেক দলে-উপদলে বিভক্ত। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ বিভক্তি ইসলামে মোটেই অনুমোদিত নয়। ইসলাম তার অনুসারীদের নিরেট ঐক্যে বিশ্বাসী।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন বলে—

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۔

অর্থ : "তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেওনা।" [সূরা আলে ইমরান : ১০৩]

আল্লাহ সেই তাঁর রুজুটি কি যাকে আঁকড়ে ধরার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে, তা হলো আল কুরআন। আল কুরআনই হলো আল্লাহর সেই রুজ্জু বা রশি যাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল মুসলমানের আঁকড়ে ধরা উচিত। আয়াতে দ্বিগুণ জোর দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে—

'ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো।' আবার বলা হয়েছে 'পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'।

আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে—

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۔

অর্থ : "তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের [সূরা নিসা : ৫৯]

অতএব মুসলমানদের আল কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহের অনুসরণ করা উচিত এবং পরস্পর মতপার্থক্য করা উচিত নয়।

২. ইসলামে দলাদলী ও বিভক্তি নিষিদ্ধ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَيْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۔

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। অতঃপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করতো।" [সূরা আন্‌আম : ১৫৯]

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেছেন যে, যারা নিজেদের দ্বীনকে ভাগ করে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত।

কিন্তু যখন একজন মুসলিম প্রশ্ন করতে বসে, আপনি কে? তখন আমাদের একটি সাধারণ উত্তর হলো, 'আমি একজন সুন্নী' অথবা' আমি একজন শীয়া' অনেকে তাদের নিজেদেরকে' হানাফী' অথবা' শাফেয়ী' অথবা 'মালেকী' অথবা 'হাম্বলী' বলে পরিচয় দেয়। আবার অনেকে বলে, 'আমি একজন দেওবন্দি' আর কেউ কেউ বলে 'আমি একজন বেরলভী'।

৩. আমাদের নবী ছিলেন একজন মুসলিম মাত্র

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, 'আমাদের প্রিয়নবী (সা) কি ছিলেন? তিনি কি 'হানাফী' ছিলেন না-কি 'শাফেয়ী' না-কি 'মালেকী না-কি 'হাম্বালী'-এর উত্তর হলো 'না, তিনি পূর্বে আগত নবী-রাসুলদের মতোই একজন মুসলিম ছিলেন। আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللّٰهِ ۔ قَالَ
الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ ۔ آمَنَّا بِاللّٰهِ ۔ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۔

ঈসা (আ) ও তার অনুসারীরা মুসলিম ছিলেন। উক্ত সূরার ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ইয়াহুদি বা খ্রিষ্টান কোনটাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম।

৪. আল কুরআন নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতে বলে

ক. কেউ যদি কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে?' তখন উত্তরে তার বলা উচিত যে, 'আমি একজন মুসলিম—'হানাফী' ও নয়, শাফেয়ী-ও নয়।

আল্লাহ বলেন—

مَا كَانَ إِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۔

অর্থ : "আর তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে এবং নিজেও সৎকাজে করে। আর বলে, আমিতো একজন 'মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী।" [আল কুরআন ৪১ : ৩৩]

খ. নবী (সা) অনুসলিম রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে চিঠি লিখিয়ে ছিলেন। সেসব চিঠিতে তিনি সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেছিলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۔ فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۔

অর্থ : "আপনি বলে দিন, 'হে আহলে কিতাব! এসো সে কথার দিকে, যা আমাদেরও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন তাহলো, আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি। কোনো কিছুকেই যেন তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করি। আর আমাদের কেউ যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি। অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাকে। আমরা মুসলমান।" [সূরা আলে ইমরান : ৬৪]

৫. ইসলামের সুবিজ্ঞ মহান ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান

আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামের সুবিজ্ঞ মহান আলেমদের প্রতি সম্মান জানাতে হবে, যাদের মধ্যে রয়েছে চার ইমাম : যথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী,

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং মালিক (রা) আল্লাহ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন] তাঁরা ছিলেন ইসলামের জ্ঞানে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁদের জ্ঞান-গবেষণার জন্য উত্তম পুরস্কার দান করুন। সর্ব সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউ ইমাম চতুদষ্টরের মধ্যে কারো অনুসরণ করলে কোনো ক্ষতি নেই; কিন্তু 'তুমি কে? এ প্রশ্নের উত্তরে তাকে বলতে হবে যে, আমি একজন মুসলিম।

কেউ কেউ সুনানে আবু দাউদের ৪ ৫ ৭ ৯ নং হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি দেখাতে পারেন যে, এ বিভক্তির কথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) বলে গেছেন। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, "আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে।"

হাদীসটির মর্ম হলো রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উম্মতের পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর উম্মতের অবস্থা এমন হবে যে, তারা মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়বে, এমনকি তারা ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তিনি একথা বলেন নি যে, তাঁতে উম্মতকে ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। কুরআন মাজীদ আমাদেরকে দল-উপদল সৃষ্টি করতে আমাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ মেনে চলে এবং দল-উপদল সৃষ্টি করে না, তারাই সঠিক সত্য পথে আছে।

তিরমিযীর ১৭১ নং হাদীস অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমার উম্মতগণ ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, এবং একটি দল ছাড়া বাকি সব দলই জাহান্নামে যাবে।" সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সেই দল কোনটি হবে? তিনি উত্তরে বললেন, "সেই দলটি হবে যার মধ্যে আমি এবং আমার সাহাবায়ে কিরাম থাকবে।"

কুরআন মাজীদের বেশ কিছু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের" একজন খাঁটি মুসলমানের উচিত হলো আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং তাঁতে রাসূলের সহীহ হাদীসসমূহের নির্দেশ মেনে চলা। সে যে কোনো ইসলামি বিশষজ্ঞের মত অনুসরণ করতে পারে, যদি সে বিশেষজ্ঞ আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী হয়ে থাকে। কিন্তু যদি তাঁর মত আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তার মতের কোনো মূল্যই নেই— এতে সে যত বড় বিশেষজ্ঞই হোক না কেন।

যদি সকল মুসলমান কুরআনকে বুঝে পড়ে এবং সেই মূলনীতি অনুসারে রাসূলের হাদীসকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়, তবে ইনশাআল্লাহ সকল মত পার্থক্য দূর হয়ে যাবে এবং আমরা সকলেই একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ হিসেবে গড়ে উঠবো।